136

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR. 8 .. 1999 ... ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'শব্দ-অনুসন্ধান'

২৯-১১-৯৮ইং 'সংবাদ'-এ পি কে মণ্ডলের 'শব্দ অনুসন্ধান'-শীর্ষ পত্র পড়ে আনন্দিত হলাম। তার এ জ্ঞানান্বেষী প্রশ্নসংবলিত পত্রের জন্য তাকে ও বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রিয় 'সংবাদ'কে ধন্যবাদ। তার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই ঃ শব্দের প্রয়োগসিদ্ধতা ও অর্থবাচকতা অনুধাবনের জন্য শব্দ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এজন্য ব্যাকরণবিদগণ শব্দ বিশ্লেষণের বিভিন্ন নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। নিয়মগুলোর যথাযথ প্রয়োগ আমাদের কর্তব্য। তার মতে, আধুনিক ব্যাকরণে একক পূর্ণাঙ্গ একটি শব্দকে সন্ধির পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, এটা সমীচীন নয়। আমার মনে হয় শব্দটি যদি সাধিত শব্দ হয় (মৌলিক না হয়) এবং সন্ধির নিয়মে পড়ে তবে সেখানে সন্ধির নিয়ম প্রযোজ্য (যদি শ্রুতিকটূ না হয়); যেমন 'দ্বীপ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই ঃ দ্বি (দুই বা সর্বদিকে) ঈপ্ (সমাসে অপ্ স্থানে ঈপ্ হয়) যাহার বহু; দ্বি+ঈপ= দ্বীপ (সমাসে সন্ধি নিত্য); মহেশ= মহা+ঈশ (আ+ঈ=এ) ইত্যাদি। তার ছাত্রাবস্থায় পঠিত সন্ধির সংজ্ঞা ঃ অর্থবোধক দুই বা দুইয়ের অধিক মৌলিক শব্দ সমন্বয়ে সন্ধি গঠন ও সন্ধি বিচ্ছেদ করা হয়। এটা ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞা হয়েছে বলে মনে হয় না। এখানে শব্দের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি এবং সে শব্দ মৌলিক হতে হবে। এটা সন্ধির পক্ষে অপরিহার্য নয়। কারণ সংজ্ঞানুসারে পরস্পরের সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে (অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে)। বস্তুত সন্নিহিত দুটি বর্ণের পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে ধ্বনি পরিবর্তনের ঘটনাই সন্ধি। সন্ধির মূলকথা ধ্বনিতত্ত্বগত প্রক্রিয়া। এখানে দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে একটি হতে পারে যেমন- যথা+ইচ্ছা= যথেচ্ছা; একটি বর্ণ লোপ পেতে পারে, যেমন- ছোট+এর= ছোটর (বাং সন্ধি); নতুন বর্ণের আবির্ভাব হতে পারে, যেমন দিক+অন্ত=দিগন্ত; পূর্ব বর্ণ লোপ হতে পারে। যেমন- বৃহৎ+ পতি=বৃহস্পতি (এখানে বিশেষ নিয়মে পূর্ববর্ণের লোপ ও নতুন বর্ণের আবির্ভাব)। তিনি বলেছেন, একক একটি শব্দ দিয়ে সন্ধি বিচ্ছেদ বা গঠন করা যায় কি না। আমার মতে যায়। যদি সেটা সাধিত শব্দ হয়। (মৌলিক না হয়) যেমন অনু+ইত= অন্বিত, উদ্বেল= উৎ+বেল। বেলাকে (তীরভূমিকে) উৎ (অতিক্রান্ত), বহু। সমাসে সন্ধি নিত্য। শত+এক= শতেক (বাং সন্ধি) এখানে অ+এ=এ, অ-কারের লোপ। যদ্দিন=যত+দিন (বর্গের তৃতীয়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ ও য, ল, ব, হ পরে থাকলে বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়)। সেরূপ দিগন্ত= দিক্+অন্ত; তার মতে, পুরস্কার, মিশুক, সংবাদ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বর্ণ বিশ্লেষণ বা ধাতু বিশ্লেষণ পর্যায়ভুক্ত; সন্ধির পর্যায়ভুক্ত নয়। আমার মতে, পুরঃ+কার= পুরস্কার (কর, কার, কাম) পরে থাকলে আকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে 'স' হয়। নমঃ+ কার=নমস্কার। এগুলো সন্ধি। মিশুক= মিশ্=উক; বর্ণ বিশ্লেষণ/ধাতু বিশ্লেষণ/ প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ। এটা সন্ধি নয়। কারণ এখানে বর্ণের কোন পরিবর্তন নেই। অনুষ্ঠান= অনু+ √ স্থা+অন; এটা ধাতু বিশ্লেষণ/প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ, সন্ধি নয়। সংবাদ= সম্+বাদ (সন্ধি) এখানে বর্ণের পরিবর্তন। নিম্নের প্রক্রিয়াগুলো দ্রষ্টব্য ঃ সম্মতি= সম+ √ মন্+ক্তি এবং ধাতু বিশ্লেষণ বা প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ। সম্+মতি=সম্মতি (বর্ণ সংযোগ)। সৎ+ ভাব= সদ্ভাব (সন্ধি, ধ্বনি পরিবর্তন)। নমস্কার= নমঃ+কার (সন্ধি), তদ্ধিত= তৎ+হিত (সন্ধি), উদ্ধৃতি= উৎ+হৃতি (সন্ধি) কিন্তু উদ্ধৃতি= উৎ+ √ হৃ+তি (ধাতু বিশেষণ/ প্রকৃতি-প্রত্যয়)। সংস্কার= সম্+কার (সন্ধি কৃ ধাতু পরে থাকলে, ম্ স্থানে অনুস্বার হয়)। উদ্ধৃতি= উদ্+ধৃতি, বর্ণসংযোগ। গন্তব্য= গম্+তব্য (ত্ পরে থাকলে, ম্ স্থানে ন্ হয়) সন্ধি এবং প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণও। নয়ন= √ নী+অন (ধাতু বিশ্লেষণ/প্রকৃতি-প্রত্যয়) কিন্তু নে+ অন= নয়ন (সন্ধি)।

প্রবোধচন্দ্র সাহা

সিঃ শিক্ষক (অবঃ)

সম্মিলনী ইন্সটিটিউশন, যশোর